

জন্ম এবং দৈক্ষ্য অর্থাৎ যজ্ঞকর্মের দীক্ষাগ্রহণান্তর যে জন্ম—এই তিন প্রকারের জন্ম বুঝিতে হইবে। ব্রত অর্থ ব্রহ্মচর্য। ক্রিয়া বলিতে কর্ম এবং দাক্ষ্য বলিতে তদ্বিষয়ক নিপুণতা বুঝিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত শ্রীধরস্বামীপাদের গীকার ব্যাখ্যা করিয়া পুনরায় এই কথাটিকে দৃঢ় করিবার জন্ত প্রচোভাগণের প্রতি দেবর্ষি নারদের বাক্যগুলিকে উল্লেখ করিতেছেন, যথা—“কিংজন্মভিজ্জিভিঃ” ইত্যাদি ৪।৩।১।১০। পূর্বে এইসকল শ্লোক উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এইসকল শ্লোকের ভাবার্থ এই যে—যত কিছু সাধন ও গুণ মনুষ্যের আছে, তাহাতে যদি ভগবৎসম্বন্ধ না থাকে, তবে সে সকল ব্যর্থ হইয়া যায় ॥ ১০১ ॥

শ্রীভগবৎসমর্পিতকর্মণোহপ্যনাদরেণ তু দর্শিতমুত্সাদেকেন মনসেন্যাদি। গীতো-পনিষৎসু চ ভক্ত্যসামর্থ্য এব তদ্বিহিতম্—মযোব মন আধৎস ময়ি বুদ্ধিঃ নিবেশয়। নিবসিষ্যসি মযোব অতউর্দ্ধং ন সংশয়ঃ। অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোবি মদ্বি স্থিরম্। অভ্যাসযোগেন ততো মাগিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়। অভ্যাসেন্হপ্যনমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভব। মদর্থমপি কস্ম্যপি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্শুসি। অথৈতদপ্যাশক্তোহসি কর্ত্তুং মদযোগমাশ্রিতঃ। সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্। ইতি। অত্র পান্মকার্ত্তিকমাহাত্ম্যোতিহাসোহনুসন্ধেয়ঃ। চোলদেশরাজস্তু কশ্চচিৎকিঞ্চিদাননাম্ বিপ্রেণ শুদ্ধমর্চনমেব কুর্বতা সহ, কশ্চ পূর্বং ভগবৎপ্রাপ্তিঃ শ্রাদ্ধিতি স্পর্ধয়া বহুন্ বজ্রান্ ভগবদর্পিতানপি স্তূষ্টু বিদধতো ন ভগবৎপ্রাপ্তিরভূৎ। কিন্তু বিপ্রস্ত ভগবৎপ্রাপ্তৌ দৃষ্টয়াং তান্ পরিত্যজ্য “যৎস্পর্ধয়া ময়া চৈতদ-যজ্ঞদানাদিকং কৃতং। ন বিষ্ণুরূপধ্বগ্ বিপ্রো যাতি বৈকুণ্ঠমন্দিরম্। তস্মাদ্ যজ্ঞৈশ্চ দারৈশ্চ নৈব বিষ্ণুঃ প্রসীদতি। ভক্তিরেব পরং তস্মা নিদানং তোষণে যতম্ ॥ ইতি মুদগলং প্রত্যুক্তা, বিষ্ণৌ ভক্তিং স্থিরাং দেহি মনোবাক্কায়কর্মণা। ত্রির্লোকে ব্যাজহারাসৌ হোমকুণ্ডাগ্রতঃ স্থিতঃ ॥ ইত্যুক্তা, শুদ্ধ ভক্তিশরণতামেব মুহূর্দৈতেনাদীকৃত্য হোমকুণ্ডে দেহং ত্যজতঃ পশ্চাদেব তৎপ্রাপ্তিরিতি। যোগানাদরেণাহ—যুগ্মানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ। অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে কচিৎস্থিতম্ ॥ ১০২ ॥

অনন্তর শ্রীভগবৎসমর্পিত কর্মের অনাদরপূর্বক ভক্তির অভিধেয় প্রদর্শন করাইয়াছেন। এই কথাটি শ্রীস্বতমুনি শৌনকাদি মুনিগণের কিংকর্তব্যতা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে—

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।

শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চা নিত্যশঃ ॥ ১১।২।১৪

হে মুনিবর্গ! যখন ধর্ম অনুষ্ঠানে কেবল পরিশ্রমই সার হইয়া থাকে, তখন ভক্তিদর্শনের অনুষ্ঠান করাই কর্তব্য। অতএব, একাগ্রচিত্তে ভক্তগণের পালনকর্ত্তা শ্রীভগবানের লীলাকথাই সর্বদা শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করা এবং